গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কর কমিশনারের কার্যালয়
কর অঞ্চল-খুলনা।

ভূমিকা

কর অঞ্চল-খুলনা'র অধিক্ষেত্র খুলনা সিভিল বিভাগের ১০টি জেলার (খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, যশোর, ঝিনাইদহ, নড়াইল, মাগুরা, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর ও কুষ্টিয়া) সকল করদাতাগণ যা বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ আঞ্চলিক (Territorial) কর অঞ্চল। এ কর অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য দিক হল বেনাপোল, ভোমরা ও দর্শনা স্থল বন্দরসহ মংলা বন্দর। তাছাড়া পদ্মা সেতু নির্মিত হলে এবং এ অঞ্চলের সাথে রাজধানী ঢাকার রেল যোগাযোগ স্থাপিত হলে মংলা বন্দরসহ দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন জেলার অর্থনৈতিক কার্যক্রম বেগবান হবে যার ফলে এ কর অঞ্চলের রাজস্ব আদায় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিলসহ তথ্যপ্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার করে করবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি, জরীপ কর্মসূচীর মাধ্যমে করনেট সম্প্রসারণ, আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও আলোচনার মাধ্যমে কর আদায় বৃদ্ধি, উৎসে কর কর্তন মনিটরিং জোরদারকরণ, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি ইত্যাদির মাধ্যমে নির্ধারিত রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা।

কর অঞ্চল-খুলনা'র রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্য (strategic Objectives) এবং কার্যাবলী (Functions) নিম্নরুপ

রূপকল্প (Vision)

আধুনিক, টেকসই ও করবান্ধব কর ব্যবস্থাপনা।

অভিলক্ষ্য (Mission)

যুগপোযোগী ও ন্যায় ভিত্তিক আয়কর আইনের প্রয়োগের মাধ্যমে পর্যাপ্ত আয়কর সংগ্রহ এবং সরকারের বাজেট লক্ষ্যমাত্রা অর্জন।

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (strategic Objectives)

- রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জন।
- কর প্রশাসন আধুনিকায়ন ও তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার।
- দাবীকৃত আয়করসহ সকল আয়কর আহরণে আলোচনা/আইনের প্রয়োগ।
- করদাতাদের কর সেবা প্রদান।
- করনেট সম্প্রসারণ।

আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যঃ

- করবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি।
- করফাঁকি চিহ্নিতকরণ ও করফাঁকি রোধ।
- রাজস্ব সম্ভাবনাময় মামলার দ্রুত নিষ্পত্তিকরণ।
- APA ও BIP বাস্তবায়ন।
- উৎসে কর কর্তন মনিটরিং জোরদারকরণ।

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের বাজেট লক্ষ্যমাত্রা ও আদায়ের তথ্যঃ

- ২০১৫-২০১৬ করবর্ষে বাজেট লক্ষ্যমাত্রাঃ ১,৪২৫ কোটি টাকা।
- জুলাই/২০১৫ মাসের আদায় ঃ ৬২.৬২ কোটি টাকা।
- আগস্ট/২০১৫ মাসের আদায় ঃ ৬৬.৭৬ কোটি টাকা।
- সেপ্টেম্বর/২০১৫ মাসের সম্ভাব্য আদায় ঃ ৬০.০০ কোটি টাকা।
- অক্টোবর/২০১৫ মাসের সম্ভাব্য আদায় ঃ ৫৪.০০ কোটি টাকা।
- অক্টোবর/২০১৫ মাস পর্যন্ত সম্ভাব্য আদায় ঃ ২৪৩.৩৮ কোটি টাকা।

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের Strategic Plan অনুযায়ী বাজেট লক্ষ্যমাত্রা আদায়ে গৃহীত কার্যক্রমসমূহঃ

কৌশলগত উদ্দেশ্য	গৃহীত কার্যক্রম	কার্য সম্পাদনের জন্য নির্ধারিত সময়	মন্তব্য
০১. অগ্রীম আয়কর (৬৪ ধারা অনুযায়ী)	ক) অগ্রীম আয়কর আদায়ের জন্য প্রত্যেক সার্কেল ভিত্তিক একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে।	১ জুলাই-৩১ আগষ্ট	
	খ) ৪টি কিস্তিতে অগ্রীম আয়কর প্রদানের জন্য করদাতাদের নিকট ১ম কিস্তির চিঠি প্রেরণ করা হয়েছে।	১ সেপ্টেম্বর-০৫ জুন	
	গ) জাতীয় দৈনিকে অগ্রিম আয়করের (৬৪ ধারা অনুযায়ী) বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়েছে।		
	ঘ) **৬৪ ধারায় অগ্রিম আয়কর আদায়ের তথ্য (১ম কোয়ার্টার) ঃ** ➢ নোটিশ জারীর সংখ্যাঃ ৩,২৩৬ টি। ➢ অগ্রিম আয়কর প্রদান কারীর সংখ্যাঃ ৭৪ জন। ➢ আদায়ের পরিমাণঃ ১,৭৩,৫৮,২০৯/- টাকা।	আগস্ট-জুন	
০২. সর্বোচ্চ করদাতাদের তালিকা	ক) সার্কেল ভিত্তিক ৫০জন করিয়া সর্বোচ্চ করদাতাদের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। খ) সর্বোচ্চ করদাতাদের তালিকা অনুযায়ী আয়কর আদায়ের কার্যক্রম মনিটরিং করা হচ্ছে।		সর্বোচ্চ করদাতাদের তালিকা হতে সেপ্টেম্বর/২০১৫ পর্যন্ত আদায় ৫,২৩,৪৫,৫৫২/- টাকা।
০৩. রিটার্নের ভিত্তিতে (৭৪ ধারায় কর আদায়)	ক) জাতীয় দৈনিকে আয়কর আদায় সংক্রান্ত ৭৪ ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়েছে।	জুলাই-সেপ্টেম্বর	
	খ) ৭৪ ধারা অনুযায়ী আয়কর আদায়ের এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য ঃ **দাখিলকৃত রিটার্নের সংখ্যাঃ** ➢ সাধারণঃ ২,০৫৮ টি। ➢ সার্বজনীন ঃ ২৫,০৩৩ টি। ➢ সর্বমোট ঃ ২৭,০৯১ টি। **আদায়ের পরিমাণঃ** ➢ সাধারণঃ ৩,২০,৫৩৩/- টাকা। ➢ সার্বজনীন ঃ ৯,৩৩,৬৪,২৮৮/- টাকা। ➢ সর্বমোট ঃ ৯,৩৬,৮৪,৪২১/- টাকা।		
	খ) রিটার্ন দাখিলের শেষ সময় ৩০ নভেম্বর/২০১৫ পর্যন্ত ঘোষিত হওয়ায় আয়কর রিটার্ন প্রদানে ব্যর্থ করদাতাদের আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ১২৭ ধারার জরিমানা ও ১২৪ ধারায় জরিমানা আরোপের কার্যক্রম গ্রহন করা সম্ভব হয় নাই।	জুলাই-ডিসেম্বর	
০৪. চলতি দাবী হতে আদায়	ক) চলতি মামলাগুলোর দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে, যা অব্যাহত থাকবে।	জুলাই-এপ্রিল	মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা ২১,৭০০ টি।
	খ) সৃষ্ট দাবী আদায়ে সকল আইনি পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছে, যা অব্যাহত থাকবে।	আগস্ট-জুন	আদায়ের পরিমাণ ১৮,০০,০০০/=

			টাকা।
০৫. বকেয়া দাবী হতে আদায়	ক) বৃহৎ অংকের বকেয়া রহিয়াছে এমন করদাতাদের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে।	জুলাই-আগস্ট	
	খ) বকেয়া দাবী আদায়ে সকল আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইয়াছে, যাঅব্যাহত থাকবে।	সেপ্টেম্বর-জুন	
	গ) বিভাগীয় ও আপীল মামলাগুলো ADR এ নিষ্পত্তির গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।	জুলাই-জুন	০৩টি মামলার মধ্যে ০১টি মামলা নিষ্পত্তিকৃত, ০১টি মামলা অমিমাংসীত এবং ০১টি মামলার আবেদন বাতিল হয়েছে।
	ঘ) সুপ্রিম কোর্ট ও হাই কোর্টের বিচারাধীন মামলার তালিকা প্রস্তুতকরণ ও মনিটরিং চলমান রয়েছে।	জুলাই-জুন	বিভাগকর্তৃক দায়েরকৃত রেফারেন্স মামলার সংখ্যা ৩৯টি এবং করদাতা কর্তৃক দায়েরকৃত রেফারেন্স মামলার সংখ্যা ২৩টি। রিট মামলার সংখ্যা ৩৬টি।
০৬. আয়কর মামলা নিষ্পত্তিকরণ	ক) চলতি ও বকেয়া আয়কর মামলা দ্রুত নিষ্পত্তিকরণের ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে।	জুলাই-এপ্রিল	মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা ৪৪,৮৫৩ টি।
	খ) ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে অডিট মামলা নির্বাচনের নির্দেশনা আসা মাত্রই অডিট মামলা বাছাই প্রক্রিয়া শুরু হবে।	জুলাই-মার্চ	
	গ) অডিট মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি ও দাবীকৃত কর আদায়ে ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে।	আগস্ট-এপ্রিল	
০৭. উৎসে কর কর্তন মনিটরিং	ক) মনিটরিং সেল গঠন করা হয়েছে।	জুলাই-আগস্ট	
	খ) একাউন্টস অফিসের সাথে উৎসে কর্তিত করের পরিমান নিয়মিতভাবে যাচাই করা হচ্ছে, যা অব্যাহত থাকবে।	আগস্ট-জুন	
০৮. জরীপ কার্যক্রম	ক) জরীপ কার্যক্রম ফলপ্রসু করার উদ্দেশ্যে জরীপ রোড ম্যাপ ২০১৫ তৈরী করা হয়েছে।	জুলাই-সেপ্টেম্বর	
	খ) জরীপ কার্যক্রম/২০১৫ সম্পন্ন করার জন্য রোড ম্যাপ অনুযায়ী ০২ অক্টোবর/২০১৫ খ্রি. তারিখ হতে জরীপ টীম তাদের কার্যক্রম গ্রহন করেছেন।	জুলাই-জুন	
০৯. অর্থডক্স, ডিজি ইন্সপেকশন, স্থানীয় রাজস্ব অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ	ক) প্রতিবেদনের ভিত্তিতে তালিকা প্রস্তুতপূর্বক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।	জুলাই-জুন	
	খ) নির্দেশনার ভিত্তিতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মামলা পূনঃ উন্মোচন পূর্বক নিষ্পত্তিকরণ ও দাবী আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে।	জুলাই-মে	
১০. করদাতাদের সচেতনতামূলক কার্যক্রম	ক) যথাযথ মর্যাদায় জাতীয় আয়কর দিবস ২০১৫ উদযাপন করা হয়েছে।	১৫ সেপ্টেম্বর	
	খ) বিভাগীয় শহর খুলনাসহ অবশিষ্ট ৯টি জেলা ও ৬টি উপজেলায় আয়কর মেলা ২০১৫ এর সফল আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে।	১৬-২২ সেপ্টেম্বর	
	গ) এছাড়া সার্কেলসমূহের কর সেবা গ্রহণের জন্য পোস্টারিং, ব্যানার, বিজ্ঞাপন ইত্যাদির মাধ্যমে করদাতাদের মধ্যে প্রচারণার ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে।	জুলাই-জুন	
১১. গোয়েন্দা কার্যক্রম	ক) তথ্য সংগ্রহের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।	জুলাই-জুন	
	খ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৯৩ ধারায় পুণঃউন্মোচনের কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে।		
১২. বাজেট কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্টেক	ক) আয়কর আইনজীবী, ব্যবসায়ী সংগঠন, উৎসে কর্তনকারী কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করা হয়েছে এবং যা অব্যহত থাকবে।	জুলাই-জুন	

হোল্ডারদের সাথে আলোচনা			

সম্ভাবনা (Opportunities)

বেনাপোল, ভোমরা, দর্শনা স্থল বন্দর এবং মংলা বন্দর হতে বিগত বছরে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে আশানুরূপ উৎসে কর্তিত কর আদায় হয়নি। তবে বিবেচ্য অর্থ বছরে পদ্মা সেতুর নির্মাণ সামগ্রী উক্ত বন্দরসমূহের মাধ্যমে আমদানী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তন থেকে আদায় বিগত বছরের তুলনায় বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

চ্যালেঞ্জ ও ঝুঁকিসমূহ (Threats)

১. কর অঞ্চল খুলনার অধিক্ষেত্রে কোন ভারী শিল্প/কল কারখানা না থাকায় বিবেচ্য বছরের উচ্চ প্রবৃদ্ধির রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ঝুঁকি রয়েছে।
২. প্রশিক্ষিত জনবলের স্বল্পতা। কর অঞ্চলের ২৮০ টি পদের মধ্যে কর্মরত ২০৫জন।
৩. কর পরিদর্শকের ৩০ টি পদের বিপরীতে কর্মরত মাত্র ১৮জন। ফলে জরীপ কার্যক্রম/২০১৫ ব্যাহত হওয়ার ঝুকি রয়েছে।
৪. আন্তর্জাতিক বাজারে হিমায়িত চিংড়ির দাম হ্রাস পাওয়ায় এ কর অঞ্চলের এ খাত থেকে আয়কর কর্তনের পরিমান মারাত্মক ভাবে হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

(সুনীল কুমার সাহা)
কর কমিশনার
কর অঞ্চল-খুলনা
ফোন# (০৪১)৭৬০৬৬৯।